পররাষ্ট্র মন্ত্রাণালয়ের শিক্ষানবীশ অফিসার ও কলেজ শিক্ষকদের জন্য বিশেষ কার্যক্রম

বছরের মধ্যভাগে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের শিক্ষানবীশ অফিসারদের জন্য অর্ধদিবস ব্রিফিং এবং পরিচিতিমূলক আলোচনার ব্যবস্থা করে। আলোচনা ছাড়াও কার্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল লাইব্রেরী পর্যবেক্ষণ এবং ভিডিও শো প্রত্যক্ষকরণ। আঠারো জন অফিসার মন্ত্রাণালয়ের পরিচালক (জাতিসংঘ)-এর নেতৃত্বে কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সমন্বয়ে আলোচনা সভায় বাংলাদেশে জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারী সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণে জাতিসংঘ ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক ও বাংলাদেশে জাতিসংঘের কর্মতৎপরতা স্থান পায়। আলোচনা শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বটি বিশেষভাবে উৎসাহ সৃষ্টি করে। এই অনুষ্ঠানের শেষদিকে অংশগ্রহণকারীদের দুটি ভিডিও- ২০০১ সালের পর্যালোচনা ও বাংলাদেশ এবং জাতিসংঘ : উন্নয়ন-অংশীদার- এবং এইচআইভি/ এইড্স বিষয়ক একটি সঙ্গীত ভিডিও বড় পর্দায় দেখানো হয়। তাঁরা এগুলো বেশ উৎসাহের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেন এবং গ্রন্থাগারের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁদের প্রত্যেককেই একসেট জাতিসংঘ প্রকাশনা ও পোস্টার উপহার দেওয়া হয়।

প্রায় একই সময়ে কলেজ পর্যায়ে জাতিসংঘ তথ্যাদি সহজলভ্য করার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ইউনিক ঢাকা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (NAEM)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে। এরই ফলশ্রুতিতে নায়েম কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে তথ্য কেন্দ্রটি ঐ একাডেমিতেই বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণরত কলেজ শিক্ষকদের জন্য দু'ঘন্টাব্যাপী একটি ক্লাশ (লেকচার অধিবেশন)-এর আয়োজন ও পরিচালনা করে। কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাবেক অধ্যাপক সহজ অথচ জোরালো ভাষায় জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা, এজেন্সী ও কর্মসূচিগুলোর গঠন ও কার্যাবলী ব্যাখ্যা এবং শান্তিরক্ষা, উন্নয়ন ও বিশ্বায়নের মতো বিষয়াবলী পর্যালোচনা করেন। মুক্ত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরকালে জাতিসংঘের প্রাসঙ্গিকতা বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়। আগস্ট ও অক্টোবর মাসে নায়েমের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে

পরবর্তী পৃষ্ঠা দেখার জন্য ক্লিক করুন